ছোলা চাষের বিস্তারিত তথ্য

জাতের নাম : বারি ছোলা-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৮

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সে.মি.। গাছের কেনপি কিছুটা ছড়ানো, শাখার সামনের দিক তুলনামূলকভাবে হালকা ও উপশিরা লম্বা। গাছের রঙ গাঢ় সবুজ। বীজ স্থানীয় জাতের চেয়ে বড় ও পার্শ্বদিকে কিছুটা চ্যাপ্টা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ছোলা-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

এ জাতের গাছ খাড়া ধরণের। এর রঙ হালকা সবুজ, পত্রফলক বেশ বড় এবং ডগা সতেজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ছোলা-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : প্রতি বৃন্ত বা বোঁটায় ২টি করে ফুল ও ফল ধরে। *গাছ মাঝারি খাড়া ও পাতার রঙ গাঢ় সবুজ।* কান্ডে খয়েরি রঙ এর ছাপ দেখা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজের রঙ হালকা বাদামী, পার্শ্বদিক কিছুটা চ্যাপ্টা ও ত্বক মসৃণ।* এক হাজার বীজের ওজন প্রায় ১৩২-১৩৮ গ্রাম।*আমিষের পরিমাণ ১৮-২১%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ছোলা-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গাছের উচ্চতা ৪০-৫০ সে.মি. এবং রঙ হালকা সবুজ। *গাছ কিছুটা ছড়ানো ধরণের। * চারা অবস্থায় গাছের কান্ডে কোন রঙ থাকে না, কিন্তু পরিণত অবস্থায় কান্ডে হালকা খয়েরি রঙ দেখা যায়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজের আকার ছোট, রঙ ধূসর বাদামী এবং হিলাম খুব স্পষ্ট। * বীজের পার্শ্বদিক কিছুটা চ্যাপ্টা ও ত্বক মসৃণ। * এক হাজার বীজের ওজন ১১০-১২০ গ্রাম। * আমিষের পরিমাণ ২০-২২%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ছোলা-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার কিছুটা গোলাকার, ত্বক মসৃণ এবং রং উজ্জ্বল বাদামী হলদে। * বীজের আকার দেশি জাতের চেয়ে বড়। * এক হাজার বীজের ওজন ১৫৫-১৬৫ গ্রাম।আমিষের পরিমাণ ১৯-২১%।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সে.মি.। * পত্রফলক মাঝারি আকারের এবং রঙ হালকা সবুজ। * চারা অবস্থায় কান্ডে কোন রঙ দেখা যায় না, কিন্তু পরিণত অবস্থায় কান্ডে হালকা খয়েরি রঙ দেখা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ছোলা-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার কিছুটা গোলাকার, ত্বক মসৃণ এবং রং উজ্জ্বল বাদামী হলদে। * ফুল গজায় ৫৫-৬০দিন এ।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সে.মি.। * পত্রফলক মাঝারি আকারের এবং রঙ হালকা সবুজ। * চারা অবস্থায় কান্ডে কোন রঙ দেখা যায় না, কিন্তু পরিণত অবস্থায় কান্ডে হালকা রঙ দেখা যায়। নাবীতে বুনলে আনুপাতিক হারে জীবঙ্কাল কমে আসে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.০ থেকে ২.৮ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ছোলা-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৬০ সে.মি. এবং রঙ হালকা সবুজ। গাছ কিছুটা ছড়ানো ধরণের। প্লফলক বড়, রং সবুজ। চারা অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থায় কান্ডে হালকা সবুজ রঙ দেখা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫-১.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ছোলা-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৭

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৬০-৭৫ সে.মি. এবং । প্রফলক বড়,রঙ গাঢ় সবুজ। চারা অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থায় কান্ডে হালকা রঙ দেখা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.২ -২.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

জাতের নাম : হাইপ্রো ছোলা

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৪

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সে.মি। আমিষের পরিমাণ ২৪.২ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনাছোলা-২

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সে.মি।বীজের রঙ হালকা বাদামী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনাছোলা-৩

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সে.মি.।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনাছোলা-৪

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৩

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ মাঝারি খাড়া ও পাতার রঙ গাঢ় সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনাছোলা-৫

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ মাঝারি খাড়া ও পাতার রঙ গাঢ় সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনাছোলা-৬

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৬০ সে.মি. এবং রঙ হালকা সবুজ। গাছ কিছুটা ছড়ানো ধরণের। দানা বড় ও উজ্জ্বল বর্ণের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনাছোলা-৭

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২২

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সে.মি.।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনাছোলা-৮

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৭

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সে.মি.।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ - ২০০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

জাতের নাম : বি এস এম আর ইউ ছোলা ১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়(বিএসএমআরইউ)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গভীর শিকড় এবং বিস্তার বেশী। ডালপালা বেশী।আকর্ষণীয় উজ্জ্বল বাদামী হলুদ বীজ। পুষ্ট বীজ (১৮০-২০০ মিলিগ্রাম)।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-২৫ অগ্রাহায়ন, ২০ নভেম্ভর থেকে ১০ ডিসেম্ভর। বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবর এর শেষ সপ্তাই- মধ্য নভেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

মার্চ- এপ্রিলের ১ সপ্তাহ। চৈত্র-ফাল্গুনের ৩য় সপ্তাহ।

তথ্যের উৎস :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ০১/০৮/২০১৭ ।

ছোলা এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

ছোলায় আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি, জাত ভেদে প্রায় শতকরা ২০-২৫ ভাগ। এর পুষ্টিগুন নানাবিধ।

প্রতি ১০০ গ্রাম ডালে আছে খনিজ পদার্থ-২.৭ গ্রাম, আঁশ-১.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩৭২ কলিক্যালোরি, আমিষ-২০.৮ গ্রাম, ক্যালসিয়াম-৫৬ মিলিগ্রাম, লৌহ-৯.৮ মিলিগ্রাম। এছাড়া সামান্য পরিমাণ ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা থাকে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

ছোলা এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

প্রযোজ্য নহে।

ভাল বীজ নির্বাচন :

বপনের জন্য রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ভাল বীজ মানে সবল চারা। আর রোগাক্রান্ত বীজ থেকে বীজতলায় সহজেই রোগ ছড়ায়।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : প্রযোজ্য নহে।

বীজতলা পরিচর্চা : প্রযোজ্য নহে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ছোলা এর চাষপদ্ধতির তথ্য

বর্ণনা : ৩/৪ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করতে অবে। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।এছাড়া খরিফ-১ মৌসুমে বৃষ্টি না হলে সঠিক সময়ে বপনের আগে বা পরে একটি সেচ প্রয়োজন। সেচ দিলে চারা গজানোর পর মালচিং করে দিতে হবে। চারা বড় হলে সেচ না দেয়াই ভালো।

চাষপদ্ধতি :

ছিটিয়ে অথবা লাইনে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যায়। লাইনে বপনের ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১ ফুট রাখতে হবে। বীজ বপনের আগে বীজ শোধোন ও জমি শোধোন করে নিতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ছোলা এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা :

দোআঁশ, বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার	হেক্টর প্রতি সার
গোবর/ জৈব সার	৩৫ কেজি	৫-৮ টন
ইউরিয়া	১৪০.০০ গ্রাম	৪০-৫০ কেজি
টিএসপি	৩০০.০০ গ্রাম	৮০-৯০ কেজি
এমওপি	১৫০.০০ গ্রাম	৫০-৬০ কেজি
জিপসাম	৮০.০০ গ্রাম	৬-৭ কেজি
বোরিক এসিড	৫০.০০ গ্রাম	৫-৬ কেজি

অনলাইনসারসুপারিশবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি তৈরির শেষ সময়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন।প্রতি কেজী বীজে ৮০ গ্রাম অনুজীব সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োজন নাই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।সরেজমিনে ভেজাল সার সনাক্তকরণ পদ্ধতি, সার পরীক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি মন্ত্রণালয়, ৭ম সংস্করন, ২০১৬।

ছোলা এর সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা :

লবণাক্ত এলাকায় ভূপরিস্থ/ পুকুর খুঁড়ে বৃষ্টির পানি ধরে পরে কলসি বা ফিতা ফাইপ দিয়ে সেচ দিন। অতিবৃষ্টির ফলে জমিতে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বপনের পর হাল্কা সেচ দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

পুরো জীবন কালে মাটিতে রসের মাত্রা অর্ধেকের নিচে নেমে যাবার আগে সেচ দিন । বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না ।এর পর জো এলে কোদাল/নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন ।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

লবণাক্ত এলাকায় ভূপরিস্থ/ পুকুর খুঁড়ে বৃষ্টির পানি ধরে পরে কলসি বা ফিতা ফাইপ দিয়ে সেচ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ছোলা এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : ফসকা বেগুন

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ ও রবি

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

আগাছার ধরন : বর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ছোলা এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তুতি রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা :

প্রস্তুতি : জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন। জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করা ব্যবস্থা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ছোলা এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে। এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।

ক্ষতির ধরণ : প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , ফল , বীজ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে কুইনালফস জাতীয় কীটনাশক (যেমন-কোরোলাক্স ২৫ তরল ১০ মিলিলিটার অথবা ২মুখ) অথবা থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে দিতে হবে যাতে পাখি এসে পোকা খেতে পারে।

অন্যান্য :

১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফসলেরবালাইব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুররহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পোকার নাম : শুসরী পোকা (গুদামজাত পোকা)

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা খুব ছোট আকারের। সাদা রঙের তবে মুখটা বাদামী রঙের হয়। সংরক্ষন করা ডালে আক্রমন করে।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা ডালের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। এর আক্রমণে ডালের দানার ওজন কমে যায়, খাওয়া যায় না এবং বীজ থেকে চারাও হয় না।

আক্রমণের পর্যায় : বীজ

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : বীজ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় ট্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে এই পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

অন্যান্য :

অল্প পরিমান বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রায় আধা মুখ (৩ মিলিলিটার) নিমের তেল বীজের সাথে মিশালে প্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফসলেরবালাইব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুররহমান, দ্বিতীয়সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়। তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : লেদা পোকা

পোকা চেনার উপায় : কীড়া হালকা সাদা থেকে হলুদাভ সবুজ টানা দাগ থাকে মাথার অংশ লালচে।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে । এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে স্পর্শ বিষ যেমন সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (সুপারথ্রিন -১০ ইসি বা সিমবুশ -১০ ইসি বা ফেনম বা রাইস ইত্যাদি) প্রতি ১০ লিটার পানির সাথে ১০ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। ফেরোমন ফাঁদ অথবা আলোর ফাদ পাততে হবে।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

প্রাথমিক অবস্থায় কীড়াসহ আক্রান্ত অংশ ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে পোকা মেরে ফেলুন। ছড়িযে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলুন। সম্ভব হলে জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাতুন ।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ছোলা এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : বট্রাইটিস ধূসর ছত্রাক

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পুরাতন পাতা হলুদ হয়ে মাড়া যায়, রোগ বেড়ে গেলে বাদামী রং ধারণ করে এবং ফুল ফল পচে যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল , ফুল

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে মাটি ভিজিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

অন্যান্য :

রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ফসলেরবালাইব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুররহমান, দ্বিতীয়সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পরে শুকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড়

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে মাটি ভিজিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

প্রতি কেজি বীজ ২ গ্রাম প্রভেক্স ২০০ ডাবিলিউপি / ব্যাভেষ্টিন বালাইনাশক দিয়ে শোধন করুন। ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্টকরণ। পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার। আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। এ রোগের সম্ভাবনা থাকলে সেচ দেয়া যাবে নাহ। জমিতে পানি নিকাষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফসলেরবালাইব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুররহমান, দ্বিতীয়সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : ঢলে পড়া / নুয়ে পড়া

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : চারা অবস্থায় এ রোগে আক্রান্ত গাছ ঢলে পরে মারা যায় এবং পাতার রং এর কোন পরিবর্তন হয় না, বয়স্ক গাছ আক্রান্ত হলে পাতা ধীরে ধীরে হলদে রং ধারণ করে। আক্রান্ত গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে জায়। খাড়াভাবে কাটলে কান্ডের মাঝখানের অংশ কালো দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ গ্রাম) অথবা টেবুকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন নাটিভো ৫ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ৭ দিন পর পর ২/৩ বার।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পর্যাপ্ত জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। বীজ শোধনের জন্য কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন ব্যভিস্টিন ৩ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে মেশাতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাত বারি ছোলা-৩ ও ৪ এর চাষ করা যায়। আক্রান্ত ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে নাহ।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফসলেরবালাইব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুররহমান, দ্বিতীয়সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ছোলা এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : বীজ বপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ১১০ থেকে ১৩০ দিন সময় লাগে। ফসল পরিপক্ক হলে শুটিসহ গাছ হলদে হয়ে আসে এবং পাতা ঝরে পড়তে শুরু করে। এ সময় গাছ কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

ফসল সংরক্ষণের পুর্বে :

শুকানোর পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শুঁটি থেকে দানা/বীজ আলাদা করুন। মাড়াইকৃত বীজ ঝাড়াই বাছাই করে চাটাই/ পলি সিট / পাকা চাতালে কয়েক দিন ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

ডালের গূড়া অথবা বেসন তৈরি করতে চাইলে, পরিপক্ব বীজ ভালভাবে শুকিয়ে স্থানীয় মিলে গুঁড়া করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে প্যাকেট করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ছোলা এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল : ছোলা

বীজ সংরক্ষণ:

বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা উচিত। বীজ রাখার জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম উত্তম তবে বায়ুরোধী মাটি বা টিনের পাত্রে রাখা যায়। মাটির মটকা বা কলসে বীজ রাখলে গায়ে দু'বার আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনেও বীজ মজুদ করা যেতে পারে। রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পুরো পাত্রটি বীজ দিয়ে ভরে রাখতে হবে। যদি বীজে পাত্র না ভরে তাহলে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে। পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। এবার এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। টন প্রতি ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালি পাতার গুঁড়া মিশিয়ে পোলাজাত করলে পোকার আক্রমণ হয় না। বীজের ক্ষেত্রে ন্যাপথালিন বল ব্যবহার করা যায় তবে অবশ্যই বীজ প্লাস্টিক ড্রামে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফস্ফাইড জাতীয় ট্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। বেশি দিনের জন্য সংরক্ষনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বীজ রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ছোলা এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ছোলা এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : সেচযন্ত্র/এলএল পি/এস টি ডবলিও/ স্প্রিংকলার

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত।

যন্ত্রের ক্ষমতা : ডি এলএলপি অশ্ব শক্তি ১-২। এস টি ডবলিও শক্তি ০.৫-১ কিউসেফ জেল চালিত।

যন্ত্রের উপকারিতা :

শ্রম সাশ্রয়ী। কম জমির জন্য ।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

পরিচালনা সহজ

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরবর্তী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের উপকারিতা :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যেগ্য।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

গাছের গোড়ায় মাটি তোলা/ আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যাব ব্যবহার হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

ছোলা এর বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

শ্রমিক/ নৌকা/ ঠেলাগাড়ি/ রিক্সা।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রলি, ট্রাক, কাবার্ড ভেন।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে/ বস্তায় টুকড়ি/ ধামা ঠোঙ্গায়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

পলি ব্যাগ/ টিনজাত/ বস্তায় গ্রেডিং করে প্যাকেটজাত করে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।